আচার্য্যকে প্রবোধ দিয়া বিদায়-দান ঃ—

কত দূর গিয়া প্রভু করি' যোড়-হাত ।
আচার্য্যে প্রবোধি' কিছু কহে মিষ্ট বাত ॥ ২১৩ ॥
"জননী প্রবোধ, কর ভক্ত সমাধান ।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥" ২১৪ ॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন ।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ ২১৫ ॥

ছত্রভোগপথে প্রভুর পুরীগমন ঃ—

গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু চারিজন-সাথে ।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥ ২১৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনা ঃ—

'চৈতন্যমঙ্গলে' প্রভুর নীলাদ্রি গমন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ২১৭ ॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ২১৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ-পথে—গঙ্গার ধারে-ধারে আটিসার, পাণিহাটী, বরাহনগর হইয়া চলিলেন। সে-সময়ে গঙ্গা কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট হইয়া বারুইপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া ডায়মণ্ড-হারবার-সাব্‌ডিভিসনে 'মথুরাপুর'-থানা হইয়া শতধারা-রূপে সমুদ্রে পড়িতেন। মহাপ্রভু সেই পথ দিয়া মথুরাপুর-থানার অন্তর্গত 'অম্বুলিঙ্গ'-স্থানে ছত্রভোগ-পথে গিয়াছিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ,—২৪ পরগণা জেলায় ই, বি, আর, লাইনে দক্ষিণ শাখার মধ্যে মগরাহাট-ষ্টেশন। ঐ স্থান হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ ৬।৭ ক্রোশ দূরে জয়নগরের ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামকে কেহ কেহ 'খাড়ি' বলেন। এখানে 'বৈজুর্কানাথ' শিবলিঙ্গ আছেন। তথায় চৈত্রমাসে শুক্লাপ্রতিপদে 'নন্দা'-মেলা হয়। এক্ষণে এখানে গঙ্গা নাই। আটিসারা—ঐ রেলওয়ে লাইনে বারুইপুর-ষ্টেশনের নিকট বলিয়া কথিত।

২১৭। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ২য় অঃ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশে আটিসারা-গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ-ছত্রভোগ, উৎকলে প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর (বিন্দু-সরোবর), কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি হইয়া প্রভুর শ্রীনীলাচলে প্রবেশ।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর দিয়া উৎকল-রাজ্যের একসীমায় উঠিলেন। পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা-গ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিলেন এবং পরমানন্দে স্বীয় ভক্তগণকে শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিষয় বর্ণন করিলেন যে, শ্রীমাধবপুরী পূর্ব্বে বৃন্দাবনে গিয়া গোবর্দ্ধনে রাত্রিকালে 'বনমধ্যে গোপাল আছেন' এই স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনবাসীদিগকে লইয়া বন হইতে শ্রীগোপালমূর্ত্তি বাহির করত পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিলেন। মহাসমারোহে গোপালের পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হইল। ইহা ক্রমশঃ প্রচারিত হইলে গ্রামসমূহ হইতে বহুজন আসিয়া গোপালের মহোৎসব করিতে লাগিল। গোপাল একরাত্রে পুরীকে এই স্বপ্ন দিলেন যে,—"তুমি অবিলম্বে নীলাচলে গিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহপূর্ব্বক আমাকে মাখাইয়া আমার তাপ দূর কর।" সেই আজ্ঞা পাইয়া পুরীগোস্বামী গৌড় হইয়া উৎকলদেশে রেমুণা-গ্রামে পৌঁছিলেন, তথায় শ্রীগোপী-নাথের প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীকে গোপীনাথ চুরি করিয়া ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' হইয়াছে। নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদিগের

দ্বারা রাজপাত্রদিগের নিকট হইতে একমণ চন্দন ও বিশতোলা শ্রীকর্পূর সংগ্রহপূর্ব্বক দুইজন লোকের দ্বারা ঐ দ্রব্যদ্বয় রেমুণা পর্য্যন্ত আনিলে, গোবর্দ্ধনধারী গোপাল তাঁহাকে পুনরায় স্বপ্নে আজ্ঞা করিলেন যে,—"এই চন্দন ও কর্পূর গোপীনাথের অঙ্গে মাখাইলে আমার তাপ দূর হইবে।" মাধবেন্দ্রপুরী সেই আজ্ঞা পালন করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করিলেন। মহাপ্রভু এই আখ্যায়িকা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে শুনাইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির অনেক প্রশংসা করিলেন। পুরীকৃত শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল। লোক-সংঘট্ট দেখিয়া প্রভুর বাহ্যদশা হইলে ক্ষীর (পরমান্ন)-প্রসাদ পাইয়া সে রাত্রি তথায় যাপন করত পরদিন নীলাচল যাত্রা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ'-সেবক মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রণাম ঃ—

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

চৈতন্যভাগবতে প্রভুর নীলাচলে গমনের পর অন্যান্য লীলা মধুরভাবে বর্ণিত ঃ—

নীলাদ্রি-গমন, জগন্নাথ-দরশন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন ॥ ৩ ॥

এ সকল লীলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥ ৪ ॥

সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥ ৫ ॥

পুনরুক্তি ও দম্ভ বা শ্রৌতপন্থা-বিরোধভয়ে গ্রন্থকার নিবৃত্ত ঃ—

অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি' বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ॥ ৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে যাহা বিস্তৃত, তাহা এ গ্রন্থে সংক্ষেপে, এবং যাহা তথায় সংক্ষিপ্ত, তাহা এস্থলে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ঃ—

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥ ৭ ॥

তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহ না কৈল বর্ণন।
যথা-কথঞ্চিৎ করি' সে লীলা-কথন ॥ ৮ ॥

গ্রন্থকারের অতুলনীয় মানদ-ধর্ম্ম—বৃন্দাবনদাসের বন্দনা ঃ—

অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায় অপরাধ না হউক্ আমার ॥ ৯ ॥

নিত্যানন্দাদি চারিজন-সঙ্গে প্রভুর পুরীপথে যাত্রা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে ॥ ১০ ॥

ভিক্ষা লাগি' একদিন এক গ্রাম গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ১১ ॥

প্রভুর রেমুণায় উপস্থিতি ও গোপীনাথ-দর্শন ঃ—

পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা' সবারে কৃপা করি' আইলা রেমুণারে ॥ ১২ ॥

রেমুণাতে গোপীনাথ পরম-মোহন।
ভক্তি করি' কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহাকে ক্ষীর অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া শ্রীগোপীনাথের 'ক্ষীরচোরা'-নাম হইয়াছিল এবং যাঁহার ভক্তিতে বশ হইয়া শ্রীগোপালদেব প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে আমি নমস্কার করি।

৪। এ সকল লীলা—শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১২। দানী—ঘাটের মাঝি।

১৩। রেমুণা—বালেশ্বরের নিকটে (৫ মাইল পশ্চিমে) রেমুণা-নামে গ্রাম আছে। তথায় 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' বিরাজমান।

অনুভাষ্য

১। গোপীনাথঃ (রেমুণা-গ্রামস্থস্তন্নামপ্রসিদ্ধঃ শ্রীবিগ্রহঃ) ক্ষীরভাণ্ডং (পায়সান্নপূর্ণং পাত্রং) চোরয়ন্ (অপহরন্) যস্মৈ (শ্রীমাধবেন্দ্রায়) দাতুং ক্ষীরচোরাভিধঃ অভূৎ (ক্ষীরচোরাগোপীনাথেতি সংজ্ঞাং প্রাপ্তবান্) ; যৎ (যস্য মাধবেন্দ্রস্য) প্রেম্ণা বশঃ (বশীভূতঃ সন্) শ্রীগোপালঃ (বজ্রস্থাপিতবিগ্রহঃ গোবর্দ্ধনধারী) প্রাদুরাসীৎ (প্রাদুর্ব্বভূব) ; তং মাধবেন্দ্রং (লক্ষ্মীপতিশিষ্যং মাধ্বসম্প্রদায়গুরুং মাধবেন্দ্রপুরীং) নতোঽস্মি।

১২। রেমুণা—মধ্য, ১ম পঃ ৯৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। এখানে 'গোপীনাথ'-বিগ্রহ আছেন এবং শ্যামানন্দ-প্রভুর সেবক রসিকানন্দপ্রভুর সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান।

তাঁর পাদপদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে ।
তাঁর পুষ্প-চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥ ১৪ ॥

প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন ও বিগ্রহসেবকগণের প্রভুপূজা ঃ—

চূড়া পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দিত মন ।
বহু নৃত্যগীত কৈল লঞা ভক্তগণ ॥ ১৫ ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি' প্রেম-রূপ-গুণ ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥ ১৬ ॥
নানারূপে প্রীত্যে কৈল প্রভুর সেবন ।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥ ১৭ ॥

গুরুমুখে শ্রুত কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যোদ্দীপক ক্ষীরপ্রসাদ-সম্মানার্থে প্রভুর তথায় অপেক্ষা ঃ—

মহাপ্রসাদ-ক্ষীর-লোভে রহিলা প্রভু তথা ।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥ ১৮ ॥

ভক্তগণের নিকট প্রভুকর্ত্তৃক ভক্ত-মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য গোপীনাথের 'ক্ষীরচোরা'-আখ্যান-বর্ণন ঃ—

'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম ।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত' আখ্যান ॥ ১৯ ॥
পূর্ব্বে মাধব-পুরীর লাগি' ক্ষীর কৈল চুরি ।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা হরি' ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধব-পুরী আইলা বৃন্দাবন ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ॥ ২১ ॥

অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমমত্ত মাধবেন্দ্রপুরী ঃ—

প্রেমে মত্ত,—নাহি তাঁর রাত্রিদিন-জ্ঞান ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, নাহি স্থানাস্থান ॥ ২২ ॥
শৈল পরিক্রমা করি' গোবিন্দকুণ্ডে আসি' ।
স্নান করি, বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি' ॥ ২৩ ॥

গোপবালকবেশে কৃষ্ণের ভক্ত-পুরীকে দুগ্ধ-দান ঃ—

গোপ-বালক এক দুগ্ধ-ভাণ্ড লঞা ।
আসি' আগে ধরি' কিছু বলিল হাসিয়া ॥ ২৪ ॥
"পুরী, এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান ।
মাগি' কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান ॥" ২৫ ॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ ।
তাহার মধুর-বাক্যে গেল ভোক-শোষ ॥ ২৬ ॥

পুরীর বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা ঃ—

পুরী কহে,—"কে তুমি, কাঁহা তোমার বাস ।
কেমতে জানিলে, আমি করি উপবাস ॥" ২৭ ॥

বালকের আত্মগোপন ঃ—

বালক কহে,—"গোপ আমি, এই গ্রামে বসি ।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥ ২৮ ॥
কেহ অন্ন মাগি' খায়, কেহ দুগ্ধাহার ।
অযাচক-জনে আমি দিয়ে ত' আহার ॥ ২৯ ॥
জল নিতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি' গেল ।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ॥ ৩০ ॥
গোদোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব ।
পুনঃ আসি' আমি এই ভাণ্ড লইব ॥" ৩১ ॥

দুগ্ধ দিয়াই বালকের অন্তর্দ্ধান ঃ—

এত বলি' গেলা বালক না দেখিয়ে আর ।
মাধব-পুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ ৩২ ॥

দুগ্ধ-পানান্তে পুরীর বালকের জন্য প্রতীক্ষা ঃ—

দুগ্ধ পান করি' ভাণ্ড ধুঞা রাখিল ।
বাট দেখে, সে বালক পুনঃ না আইল ॥ ৩৩ ॥

সমাধিতে বালকরূপী কৃষ্ণের দর্শনলাভ ঃ—

বসি' নাম লয় পুরী, নাহি নিদ্রা হয় ।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল,—বাহ্যবৃত্তি-লয় ॥ ৩৪ ॥

স্বপ্নে মাধবেন্দ্রকে বালকরূপী কৃষ্ণের এক কুঞ্জে আনয়ন ঃ—

স্বপ্নে দেখে, সেই বালক সম্মুখে আসিঞা ।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিঞা ॥ ৩৫ ॥

সেবা-শৈথিল্যহেতু গিরিধারীর দুঃখ-জ্ঞাপন ঃ—

কুঞ্জ দেখাঞা কহে,—"আমি এই কুঞ্জে রই ।
শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে মহা-দুঃখ পাই ॥ ৩৬ ॥

পর্ব্বতোপরি এক মঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক গিরিধারী গোপাল প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ ঃ—

গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে ।
পর্ব্বত-উপরি লঞা রাখ ভালমতে ॥ ৩৭ ॥
এক মঠ করি' তাঁহা করহ স্থাপন ।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। মাধবপুরী—মাধবেন্দ্রপুরী।

২৬। ভোক-শোষ—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

৩৩। বাট—পথ ; উৎকল ভাষার শব্দ।

৩৭। 'কাঢ়'—বাহির কর ; মঠ—মন্দির।

অনুভাষ্য

১৭। বঞ্চন—যাপন।

২৩। শৈল—গোবর্দ্ধনশৈল, মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ।

৩৪। নাম—হরিনাম। বাহ্যবৃত্তি-লয়—ভক্তি-সমাহিত হইলেন।

ভক্তের প্রতীক্ষায় ভগবান্ ঃ—

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন ॥ ৩৯ ॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৪০ ॥

গিরিধারীর নিজ-পরিচয়-দান ঃ—

'শ্রীগোপাল' নাম মোর,—গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইঁহা অধিকারী ॥ ৪১ ॥
শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা ॥ ৪২ ॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে।
ভাল, আইলা তুমি, আমা কাঢ় সাবধানে ॥" ৪৩ ॥

গোপালের অন্তর্দ্ধান ঃ—

এত বলি' যেই বালক অন্তর্দ্ধান হৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥ ৪৪ ॥

মাধবেন্দ্রের বিচার ঃ—

'শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।'
এত বলি' প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪৫ ॥

গিরিধারী-প্রকটনের জন্য পুরীর যত্ন ঃ—

ক্ষণেক রোদন করি' মন কৈল স্থির।
আজ্ঞা-পালন লাগি' হইলা সুস্থির ॥ ৪৬ ॥
প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা ॥ ৪৭ ॥

গ্রামবাসিগণকে সহায়তার জন্য প্রণোদন ঃ—

"গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে, চল, তাঁরে বাহির যে করি ॥ ৪৮ ॥
কুঠারি, কোদালি লহ দ্বার করিতে।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ,—নারি প্রবেশিতে ॥ ৪৯ ॥

গ্রামবাসীর সমবেত যত্ন ঃ—

শুনি' লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি' দ্বার করি' করিলা প্রবেশে ॥ ৫০ ॥

সকলের লুক্কায়িত গিরিধারী-দর্শন ও আনন্দ ঃ—

ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি' সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ॥ ৫১ ॥

বিগ্রহের অত্যধিক গুরুত্ব ঃ—

আবরণ দূর করি' করিল চিহ্নিতে।
মহা-ভারী ঠাকুর—কেহ নারে চালাইতে ॥ ৫২ ॥
মহা-মহা-বলিষ্ঠ লোক একত্র করিঞা।
পর্ব্বত-উপরি গেল পুরী ঠাকুর লঞা ॥ ৫৩ ॥

পর্ব্বতোপরি বিগ্রহের অভিষেকারম্ভ ঃ—

পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥ ৫৪ ॥

নৈবেদ্য ও পূজোপকরণ ঃ—

গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা।
গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা ॥ ৫৫ ॥
নবশতঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য-ভেরী বাজে, স্ত্রীগণ গায় গীত ॥ ৫৬ ॥
কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥ ৫৭ ॥
ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার, তাহা কহিতে পারি কত ॥ ৫৮ ॥
তুলসী আদি, পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক ॥ ৫৯ ॥
অঙ্গমলা দূর করি' করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥ ৬০ ॥
পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃতে স্নান করাঞা।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিঞা ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। বজ্রের স্থাপিত—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র, যাঁহাকে পাণ্ডবগণ দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরায় রাজা করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলার স্থানসকল আবিষ্কার করিয়া কয়েকটী শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল ঐ মূর্ত্তির মধ্যে একটী মূর্ত্তি।

৬১। পঞ্চগব্য—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমূত্র এবং গোময় ; পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং চিনি।

অনুভাষ্য

৪৭-১৬৯। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে এই যত্ন জড়বিষয়ভোগচেষ্টা নহে।

৫৯। হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৬৫—"ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদ্ ঘণ্টাদিনিঃস্বনৈঃ। মূলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়ন্নন্তরান্তরা।।"*

৬০। যবচূর্ণ, গোধূমচূর্ণ, লোধ্রচূর্ণ, কুঙ্কুমচূর্ণ, মসূরচূর্ণ বা মাষচূর্ণদ্বারা সম্মার্জ্জন। কলায় ও পিষ্টচূর্ণের উদ্বর্ত্তন বা আবাটা-

* *স্নানপাত্রে ভগবন্মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ঘণ্টাদি-বাদ্যদ্বারা ধূপ অর্পণ করত শঙ্খস্থিত জলদ্বারা মধ্যে মধ্যে অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র-সহকারে অভিষেক করণীয়।*

পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাধান ॥ ৬২ ॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি' বস্ত্র পরাইল।
চন্দন, তুলসী, পুষ্প-মালা অঙ্গে দিল ॥ ৬৩ ॥

ভোগারাত্রিক ঃ—

ধূপ, দীপ, করি' নানা ভোগ লাগাইল।
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥ ৬৪ ॥
সুবাসিত জল নবপাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া সে তাম্বুল নিবেদিল ॥ ৬৫ ॥
আরাত্রিক করি' কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি' কৈল আত্মসমর্পণ ॥ ৬৬ ॥

পক্কান্ন-ভোগ সমর্পণ—অন্নকূট ঃ—

গ্রামের যতেক তণ্ডুল, দালি, গোধূম-চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥ ৬৭ ॥
কুম্ভকার-ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন।
সব আনাইল প্রাতে, চড়িল রন্ধন ॥ ৬৮ ॥

বিবিধ রন্ধনোপচার ঃ—

দশবিপ্র অন্ন রান্ধি' করে এক স্তূপ।
জনা-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ ॥ ৬৯ ॥
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া-বড়ি-কড়ি করে বিপ্রগণ ॥ ৭০ ॥
জনা পাঁচ-সাত রুটি করে রাশি-রাশি।
অন্ন-ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি' ॥ ৭১ ॥
নববস্ত্র পাতি' তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি' রান্ধি' তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥ ৭২ ॥
তার পাশে রুটি-রাশির পর্ব্বত হৈল।
সূপ-আদি-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥ ৭৩ ॥
তার পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী।
পায়স, মথনি, সর পাশে ধরি' আনি' ॥ ৭৪ ॥

পুরীগোঁসাইর স্বয়ং ভোগ-নিবেদন ঃ—

হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥ ৭৫ ॥
অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥ ৭৬ ॥

গোপালের সব নৈবেদ্য ভোজনেও হস্তস্পর্শে পুনঃপূরণ ঃ—

যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥ ৭৭ ॥

ভগবল্লীলা ভক্তেরই গোচর ঃ—

ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই ॥ ৭৮ ॥
একদিন-উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল-প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল ॥ ৭৯ ॥

গোপালের আরাত্রিক ঃ—

আচমন দিয়া দিল বিড়ক-সঞ্চয়।
আরতি করিল, লোকে করে জয় জয় ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। শঙ্খ-গন্ধোদক—শঙ্খোদক অর্থাৎ শঙ্খে রাখা জল; গন্ধোদক অর্থাৎ পুষ্পচন্দনদ্বারা গন্ধজল।

৭৪। মাঠা—ঘোল; শিখরিণী—দধি, দুগ্ধ, চিনি, কর্পূর এবং মরীচ, (এই) পঞ্চদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া 'শিখরিণী' প্রস্তুত করে; মথনি—নবনীত হৈয়ঙ্গব।

৮০। বিড়ক—পানের বিড়ে; সঞ্চয়—সংগ্রহ।

অনুভাষ্য

দ্বারা এবং উষীরাদি-নির্ম্মিত কূর্চ্চ, গো-পুচ্ছলোম-নির্ম্মিত কূর্চ্চ প্রভৃতিদ্বারা অঙ্গময়লা দূর হয়। ঐ হঃ ভঃ বিঃ—"তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিদধীত সুগন্ধিভিঃ। দিব্যৈস্তৈলাদিভির্দ্রব্যৈরভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ।।" অভ্যঙ্গদ্রব্যাণি—"মালতীযূথীমাদায় সুগন্ধানাস্ত বা পুনঃ। তথান্যপুষ্পজাতীনাং গৃহীত্বা ভক্তিতো নরাঃ।। যঃ পুনঃ পুষ্পতৈলেন দিব্যৌষধিযুতেন হি। অভ্যঙ্গং কুরুতে বিষ্ণোর্মধ্যে ক্ষিপ্ত্বা তু কুঙ্কুমম্। গন্ধ-তৈলানি দিব্যানি সুগন্ধীনি শুচীনি চ।।"*

৬১। হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৭২—"ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ। দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্।।"*

মহাস্নান—হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৭৫—"দ্বে সহস্রে পলানাস্ত মহাস্নানে চ সংখ্যয়া।" দেবপ্রতিমাস্থলে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইতে হয়। মহাস্নানে ঘৃত ও স্নানজল,—প্রত্যেকের পরিমাণ দুই হাজার পল। চারিতোলায় পল হইলে মহাস্নানে আড়াইমণ জল লাগিবে।

৬২। হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ১০৭—"ততঃ কোষ্ণেন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা। শীতলেনাম্বুনা শঙ্খভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ।। চন্দনোষীর-কর্পূরকুঙ্কুমাগুরু-বাসিতৈঃ। সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রী

** স্নানকার্য্যে প্রথমে দিব্য সুগন্ধি তৈলাদি দ্রব্যদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ধীরে ধীরে শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিতে হইবে। মালতী, যূথি কিংবা অন্যান্য সুগন্ধিজাতীয় পুষ্প লইয়া এবং দিব্য ওষধিযুক্ত কুঙ্কুমমিশ্রিত সুগন্ধী পবিত্র পুষ্পতৈলদ্বারা ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গমর্দ্দন করণীয়।*

** বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন হইলে পর শঙ্খে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্রূপে স্নান করাইতে হইবে।*

ঠাকুরের শয্যা ও শয়ন বন্দোবস্ত ঃ—

শয্যা করাইল, নূতন খাট আনাঞা ।
নববস্ত্র আনি' তার উপরে পাতিয়া ॥ ৮১ ॥
তৃণ-টাটি দিয়া চারিদিক্ আবরিল ।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥ ৮২ ॥

সকলের অন্নকূটের মহাপ্রসাদ-সেবন ঃ—

পুরী-গোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে ।
আ-বাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥৮৩॥
সবে বসি' ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল ।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥ ৮৪ ॥

দর্শক-মাত্রেরই প্রসাদ-সম্মান ঃ—

অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল ।
গোপাল দেখিয়া সেহ প্রসাদ পাইল ॥ ৮৫ ॥

পুরীর প্রভাবদর্শনে বিস্ময়, অন্নকূট-দর্শনে নন্দোৎসব-স্মরণ ঃ—

দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার ।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥ ৮৬ ॥

পুরী-কৃপায় ব্রাহ্মণগণের বৈষ্ণবতা ঃ—

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল ।
সেই সেই সেবা-মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥ ৮৭ ॥

পুনঃ দিন-শেষে প্রভুর করাইল উত্থান ।
কিছু ভোগ লাগাইল করাইল জলপান ॥ ৮৮ ॥

সর্ব্বত্র গোপালের প্রাকট্য-প্রচার ও অন্নকূট-ভোগ ঃ—

গোপাল প্রকট হৈল,—দেশে শব্দ হৈল ।
আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥ ৮৯ ॥
একেক দিন একেক গ্রামে লইল মাগিঞা ।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা ॥ ৯০ ॥

পুরীগোসাইর রাত্র্যাহার ঃ—

রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন ।
পুরী-গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥ ৯১ ॥

পরদিন প্রাতেও পূর্ব্ব-দিবসবৎ সেবা ঃ—

প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন ।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥ ৯২ ॥
অন্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ,—গ্রামে যত ছিল ।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল ॥ ৯৩ ॥
পূর্ব্বদিন-প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন ।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥ ৯৪ ॥

ব্রজবাসী ও কৃষ্ণ, উভয়ের প্রতি উভয়ের স্বাভাবিক প্রীতি ঃ—

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে প্রীতি ।
গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসি-প্রতি ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। দ্বাপরে ব্রজবাসী গোপসকল ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ পূজা রহিত করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনের পূজা ও তাঁহাকে (গিরিরাজকে) অন্নকূট ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সাতদিন বর্ষণ করত গোকুল বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর বর্ষাতপত্ররূপে ধারণ করত গোকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই গোবর্দ্ধন-পূজায় যে বৃহৎ অন্নকূট হইয়াছিল, মাধবেন্দ্রপুরীও সেইরূপ অন্নকূট করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

নিত্যদা বিভবে সতী।।" জল-পরিমাণ—"স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ। পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্।।"*

৬৯-৭৫। এস্থলেও গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বিবিধ রন্ধন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে।

৭৫। অন্নকূট—অন্নের পর্ব্বত। কূট—দুর্গ, গড়, পর্ব্বত।

৭৮। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৬। পূর্ব্ব অন্নকূট—শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমে গোপগণ দ্বাপরান্তে ইন্দ্রপূজা-ত্যাগপূর্ব্বক গো, ব্রাহ্মণ ও গোবর্দ্ধনগিরির পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যরূপ ধারণ করিয়া 'আমি শৈল' এই বাক্য বলিয়া ভূরি পূজোপকরণ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।২৪।২৬, ৩১-৩৩)—"পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পয়সাদয়ঃ। সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্।। প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্নন্ত তদ্বচঃ। তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যদাহ মধুসূদনঃ।। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্।। উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাম্।।"*

৯১। গব্য—দুগ্ধ।

* *শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ মার্জ্জনান্তে সর্ব্বৌষধি প্রভৃতিদ্বারা সংস্কৃত সুগন্ধি ঈষৎ উষ্ণ জলদ্বারা স্নান করাইয়া পরে শঙ্খস্থিত শীতল জলদ্বারা স্নান করাইতে হইবে। বৈভব থাকিলে দীক্ষিত ব্যক্তি চন্দন, উষীর (বেণার মূল), কর্পূর, কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দনাক্ত জলদ্বারা প্রত্যহ স্নান করাইবেন। স্নানে একশত পল ও অভ্যঙ্গ-স্নানে পঞ্চবিংশতি পল পরিমাণে জল দিতে হইবে। দুই সহস্র পল জলে মহাস্নান হইয়া থাকে।*

* *শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণকে বলিলেন,—"তোমরা পায়স হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্গসূপ পর্য্যন্ত ও গোধূমজাত পিষ্টক, শষ্কুলী প্রভৃতি রন্ধন কর এবং সকলে তোমাদের দোহন-জাত দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি আনয়ন কর।" শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে তাহা শুনিয়া নন্দাদি গোপগণ*

মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক ।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৯৬ ॥

প্রত্যহ নানা উপহার ও মহোৎসব ঃ—

আশ-পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব ।
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব ॥ ৯৭ ॥
গোপাল-প্রকট শুনি' নানা দেশ হৈতে ।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিল আসিতে ॥ ৯৮ ॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী ।
ভক্তি করি' নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি' ॥ ৯৯ ॥
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, ভক্ষ্য-উপহার ।
অসংখ্য আইসে, নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥ ১০০ ॥

গোপালের মন্দির নির্ম্মাণ ঃ—

এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির ।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল, কেহ ত' প্রাচীর ॥ ১০১ ॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল ।
দশসহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥ ১০২ ॥

দুই উদাসীন ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ ও সেবা-সমর্পণ ঃ—

গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ ।
পুরী-গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥ ১০৩ ॥
সেই দুই শিষ্য করি' সেবা সমর্পিল ।
রাজ-সেবা হয়,—পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৪ ॥

দুই বৎসর পুরীর গোপাল-সেবা ঃ—

এইমত বৎসর দুই করিল সেবন ।
একদিন পুরী-গোসাঞি দেখিল স্বপন ॥ ১০৫ ॥

স্বপ্নে পুরীর নিকট গোপালের চন্দনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

গোপাল কহে,—"পুরী, আমার তাপ নাহি যায় ।
মলয়জ-চন্দন লেপ', তবে সে যুড়ায় ॥ ১০৬ ॥
মলয়জ আন যাঞা নীলাচল হৈতে ।
অন্যে হৈতে নহে, তুমি চলহ ত্বরিতে ॥" ১০৭ ॥
স্বপ্ন দেখি' পুরী-গোসাঞি হৈল প্রেমাবেশ ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ ॥ ১০৮ ॥

পুরীপথে পুরীপাদের গৌড়ে আগমন ঃ—

সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন ।
আজ্ঞা মাগি' গৌড়-দেশে করিল গমন ॥ ১০৯ ॥

শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে আগমন ও অদ্বৈতের দীক্ষা ঃ—

শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে ।
পুরীর প্রেম দেখি' আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥ ১১০ ॥
তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যত্ন করিঞা ।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিঞা ॥ ১১১ ॥

রেমুণায় গোপীনাথ-দর্শন ও নৃত্যগীত ঃ—

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ-দরশন ।
তাঁর রূপ দেখিঞা হৈল বিহ্বল-মন ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য

১০৬। মলয়জ—মলয়দেশোৎপন্ন ; ইহাকে 'চন্দনগিরি' বলে। মলয়দেশ বা মালাবারদেশ 'পশ্চিমঘাট'-নামক গিরিপুঞ্জের দক্ষিণভাগ। 'নীলগিরি'কে কেহ কেহ মলয়পর্ব্বত বলেন। মলয়জ-শব্দে চন্দনকেও বুঝায়।

১১১। শ্রীমাধবসম্প্রদায়-গুরু যতিরাজ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতে অদ্বৈতপ্রভু দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অভিপ্রায়মত "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।"—উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চরাত্রমতে,—গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত দীক্ষা-দানে কাহারও অধিকার নাই ; যেহেতু, দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা লাভ করিলে দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতা লাভ করেন ; সুতরাং অব্রাহ্মণের অপরকে ব্রহ্মণ্য সঞ্চার করিবার ক্ষমতা না থাকায় ব্রাহ্মণত্ব স্বতঃই দীক্ষাদাতার প্রয়োজনীয় গুণ-বিশেষ ও বৈষ্ণবাচার্য্যত্বে (তাহা) অনুস্যূত। বর্ণাশ্রমস্থিত গৃহস্থ-ব্যক্তি স্বীয় অর্জ্জিত শুক্ল-বিত্তদ্বারা নানা উপচার সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রদ্বারা ভগবদর্চ্চনে সমর্থ। তাদৃশ অভিজ্ঞ গৃহস্থগুরুর নিকট প্রাকৃতচেষ্টাপর শিষ্য ভগবৎ-সেবাই বর্ণাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া নিজের গৃহবাসনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা করেন, তজ্জন্যই গুরুর প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থ হওয়া আবশ্যক। সন্ন্যাসি-গুরুর অর্চ্চন-পরতায় নানা অসুবিধা। পারমার্থিক গুরু-করণে সাধারণ বিধি উপেক্ষিত-প্রায় হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উপেক্ষিত হয় নাই। শৌক্র-বিপ্রত্ব বা শৌক্র-শূদ্রত্ব কিছু গুরু-বিষয়ে ব্রাহ্মণতার লক্ষীভূত যোগ্যতা নহে, সাবিত্র ও দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতাই উদ্দেশ্য, কেননা, শ্রীমহাপ্রভু জীব-হৃদয়ের ও সমাজের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া শৌক্র-জন্মেই একমাত্র জনসাধারণের জাতিবিষয়ক অশুদ্ধ ধারণা পর্য্যবসিত জানিয়া "কিবা বিপ্র" পদ্যে ঐ প্রকার উক্তি করিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন মাত্র ; যেহেতু, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে সাবিত্র বা দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।' 'গৃহিগুরু'

তাহা সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন—স্বস্ত্যয়ন পাঠ করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণদ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন এবং গোসকলকে সাদরে তৃণাদি প্রদান করিলেন।

ভোগের পারিপাট্য শ্রবণে সুখ ঃ—

'নৃত্যগীত করি' জগমোহনে বসিলা।
'ক্যা ক্যা ভোগ লাগে?' বৈরাগী ব্রাহ্মণে পুছিলা॥১১৩॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি' আনন্দিত মনে।
'উত্তম ভোগ লাগে'—ইহা কৈলুঁ অনুমানে ॥ ১১৪ ॥

গোপালকে ঐরূপ ভোগ দিবার ইচ্ছায় পূজারীকে জিজ্ঞাসা ও পূজারীকর্ত্তৃক গোপীনাথের ক্ষীরভোগের প্রশংসা ঃ—

'যেমন ইহা ভোগ লাগে, সকল শুনিব।
তেমন অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাইব ॥' ১১৫ ॥
এই লাগি' পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে ॥ ১১৬ ॥
"সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—'অমৃতকেলি'-নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি' অমৃত-সমান ॥ ১১৭ ॥
'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি' প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর ॥" ১১৮ ॥

গোপীনাথের ক্ষীরভোগের অনুরূপ গোপালকে দিবার ইচ্ছা ঃ—

হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি' পুরী-গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥ ১১৯ ॥
'অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি' তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥' ১২০ ॥

পুরীর উহাকে জিহ্বা-বেগ জানিয়া লজ্জা ও আরতি-দর্শনান্তে স্থানত্যাগ ঃ—

এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥ ১২১ ॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহির হৈলা, কারে কিছু না কহিল আর ॥ ১২২ ॥

পুরীর আচার ঃ—

অযাচিত-বৃত্তি পুরী—বিরক্ত, উদাস।
অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস ॥ ১২৩ ॥
প্রেমামৃতে তৃপ্তি, নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে।
ক্ষীর-ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥ ১২৪ ॥
গ্রামের শূন্য হট্টে বসি' করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ ১২৫ ॥

স্বপ্নে পূজারীকে গোপীনাথের আদেশ ঃ—

নিজ-কৃত্য করি' পূজারী করিল শয়ন।
স্বপ্নকালে ঠাকুর আসি' বলিলা বচন ॥ ১২৬ ॥
"উঠহ পূজারী, কর দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি-কারণ ॥ ১২৭ ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলা তাহা, আমার মায়ায় ॥ ১২৮ ॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা।
তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥" ১২৯ ॥

পূজারীর নিদ্রাভঙ্গ ও গোপীনাথাপহৃত ক্ষীর-প্রাপ্তি ঃ—

স্বপ্ন দেখি' পূজারী উঠি' করিলা বিচার।
স্নান করি' কপাট খুলি' মুক্ত কৈল দ্বার ॥ ১৩০ ॥
ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি' ক্ষীর লঞা হইল বাহির ॥ ১৩১ ॥

ক্ষীরহস্তে পূজারীর মাধবেন্দ্রকে অন্বেষণ ঃ—

দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিঞা ॥ ১৩২ ॥
"ক্ষীর লহ এই, যার নাম 'মাধবপুরী'।
তোমা লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥ ১৩৩ ॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥" ১৩৪ ॥
এত শুনি' পুরী-গোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ হৈল ॥ ১৩৫ ॥

পূজারীমুখে গোপীনাথের চৌর্য্য-শ্রবণে পুরীর প্রেম ঃ—

ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। জগমোহন—মন্দিরের সম্মুখে যে দালান হইতে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহার নাম 'জগমোহন'।

বৈরাগী ব্রাহ্মণ—'যে ব্রাহ্মণ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া অপেক্ষা-শূন্য হন, অথচ আশ্রম ত্যাগ করেন নাই, তিনিই 'বৈরাগী ব্রাহ্মণ'।

ক্যা ক্যা—পাঠান্তরে 'কাঁহা কাঁহা'; ইহার মৎলব—"ক্যেয়া ক্যেয়া" (কি কি) ভোগ লাগে।

১১৭। ক্ষীর—পরমান্ন।

অনুভাষ্য

বলিলে গৃহব্রত ইন্দ্রিয়দাসগণকে বুঝায় না ; আবার 'বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী' বলিলে বর্ণাশ্রমাভিমানপর ব্যক্তিকেও বুঝায় না।

১২০। অযাচিত—অযাচিতভাবে।

১২১। সরি'—সম্পাদিত হইয়া।

১২৩। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপ্রভুর সহজ-পারমহংস্যাবস্থা,—তিনি কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাস অর্থাৎ উদাসীন।

১২৪। নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে—ক্ষুত্তৃষ্ণাতীত, বিজিতষড়্গুণ।

১২৭। কারণ—নিমিত্ত।

পূজারী-কর্ত্তৃক পুরীকে কৃষ্ণবশকারি-ভক্ত বলিয়া অনুমান ঃ—

প্রেম দেখি' সেবক কহে হইয়া বিস্মিত ।
'কৃষ্ণ সে ইঁহার বশ,—হয় যথোচিত ॥' ১৩৭ ॥

পুরীর ক্ষীর-প্রসাদ সম্মান আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ নহে ঃ—

এত বলি' নমস্করি' করিলা গমন ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ ১৩৮ ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি' খণ্ড খণ্ড কৈল ।
বহির্ব্বাসে বান্ধি' সেই ঠিকারি রাখিল ॥ ১৩৯ ॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়,—অদ্ভুত-কথন ॥ ১৪০ ॥

পুরীর প্রতিষ্ঠার ভয় ও পুরীধাম যাত্রা ঃ—

'ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল'—লোক সব শুনি' ।
দিনে লোক-ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি' ॥ ১৪১ ॥
সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী ।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি' ॥ ১৪২ ॥

পুরীধামে জগন্নাথ-দর্শনে প্রেম ঃ—

চলি' চলি' আইলা পুরী শ্রীনীলাচল ।
জগন্নাথ দেখি' হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ॥ ১৪৩ ॥
প্রেমাবেশে উঠে, পড়ে, হাসে, নাচে, গায় ।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায় ॥ ১৪৪ ॥

প্রতিষ্ঠা না চাহিলেও পুরীর প্রতিষ্ঠা ঃ—

'মাধবপুরী শ্রীপাদ আইল',—লোকে হৈল খ্যাতি ।
সব লোক আসি' তাঁরে করে বহু ভক্তি ॥ ১৪৫ ॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত ।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥ ১৪৬ ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা ।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥ ১৪৭ ॥

প্রতিষ্ঠার স্থলে থাকিতে না চাহিলেও প্রভুসেবার্থ অবস্থান ঃ—

যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন ।
ঠাকুরের চন্দন-সাধন হইল বন্ধন ॥ ১৪৮ ॥

জগন্নাথসেবকগণকে গোপালের অভিপ্রায় জ্ঞাপন ঃ—

জগন্নাথের সেবক যত, যতেক মহান্ত ।
সবাকে কহিল সব গোপাল-বৃত্তান্ত ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তগণের নানাভাবে চন্দন-সংগ্রহে যত্ন ঃ—

গোপাল চন্দন মাগে,—শুনি' ভক্তগণ ।
আনন্দে চন্দন লাগি' করিল যতন ॥ ১৫০ ॥
রাজপাত্র-সনে যার যার পরিচয় ।
তারে মাগি' কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥ ১৫১ ॥

লোকসহ চন্দন দিয়া পুরীকে প্রেরণ ঃ—

এক বিপ্র, এক সেবক, চন্দন বহিতে ।
পুরী-গোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল-সহিতে ॥ ১৫২ ॥

অনুভাষ্য

১২৮। ধড়া—বসন ; এক—একপাত্র পূর্ণ।

১৩২। বুলে—ঘুরে ফিরে, বেড়ায়।

১৩৫। দণ্ডবৎ—দণ্ডবৎপ্রণত।

১৩৭। যথোচিত—উপযুক্ত বা যোগ্য।

১৩৯। ঠিকারি—খাপরা, খোলা।

১৪৬-১৪৭। বদ্ধজীবসকলের অনেকেই মৎসরতা-ধর্ম্ম-সম্পন্ন। যিনি সুখ্যাতি লাভ করেন, তাঁহার প্রতি বিপক্ষতাচরণে মৎসরগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। এজন্য প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির হিংসাপরায়ণ জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠা পাইবার পরিবর্ত্তে হিংসিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, যাঁহারা দৈন্যবশে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাদিগকে মৎসর সমাজ নিতান্ত অসমর্থ ও দীন-জ্ঞানে দয়া করিয়া প্রতিষ্ঠামূলক উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ জড়জগতে তাদৃশ প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক নহেন। পাছে জাগতিক প্রতিষ্ঠা হয়, এজন্য বৈষ্ণবরাজ শ্রীমাধবেন্দ্র লোক-চক্ষের অন্তরালে আপনার ভগবৎপ্রিয়ত্বের ঘটনা আবৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য কৃষ্ণপ্রেমচেষ্টা-দর্শনে জগতের সকল লোক উহাকে শ্রীভগবানের তদীয় ভক্তের নিমিত্ত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৬। যিনি প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা না করিয়া সৎকার্য্য করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা বিধাতা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে ; অর্থাৎ যিনি প্রতিষ্ঠার আশায় সৎকর্ম্ম করেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় না—ইহাই প্রতিষ্ঠার রহস্য।

১৫১-১৫২। কর্পূর—শ্রীকর্পূর, যাহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের আরাত্রিক হয়। সেই শ্রীকর্পূর ও মলয়জ চন্দন জগন্নাথের সেবক-গণ রাজপাত্রগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পুরীগোঁসাইর সহিত একজন বিপ্র ও একজন সেবক এবং তাহাদের পথখরচ দিলেন।

অনুভাষ্য

উৎকণ্ঠা ও চেষ্টার নিদর্শন বলিয়া থাকেন ; বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাই শ্রীপুরীপাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ভাবগৃহের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া কপট দৈন্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জিত বলিয়া ছলনা করেন, তাঁহাদের বৈষ্ণবজনোচিত দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

১৪৮। যদিও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠার হস্ত হইতে মুক্ত

নিরাপদে গমন-জন্য ছাড়-পত্র দান ঃ—

ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে।
রাজলেখা করি' দিল পুরী-গোসাঞির করে ॥ ১৫৩ ॥

রেমুণাতে উপস্থিতি ও গোপীনাথ-দর্শনে নৃত্য-গীত ঃ—

চলিল মাধবপুরী চন্দন লঞা।
কতদিনে রেমুণাতে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৫৪ ॥

গোপীনাথ-চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার ॥ ১৫৫ ॥

পুরী দেখি' সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥ ১৫৬ ॥

স্বপ্নে পুরীকে গোপালকর্ত্তৃক গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন-লেপন জন্য আদেশ ঃ—

সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন ॥ ১৫৭ ॥

গোপাল আসিয়া কহে,—"শুনহ, মাধব।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ ১৫৮ ॥

কর্পূর-সহিত ঘষি' এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥ ১৫৯ ॥

গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়।
ইঁহাকে চন্দন দিলে, আমার তাপ-ক্ষয় ॥ ১৬০ ॥

দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি' চন্দন দেহ আমার বচনে ॥" ১৬১ ॥

সেবকগণকে গোপালের আজ্ঞা-জ্ঞাপন ঃ—

এত বলি' গোপাল গেল, গোসাঞি জাগিল।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিল ॥ ১৬২ ॥

প্রভুর আজ্ঞা হৈল,—"এই কর্পূর-চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১৬৩ ॥

ইঁহাকে চন্দন দিলে, গোপাল হইবেন শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর,—তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥ ১৬৪ ॥

গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।"
শুনি' আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥ ১৬৫ ॥

সঙ্গীদ্বয়কে চন্দন-ঘর্ষণে নিয়োগ ঃ—

পুরী কহে,—"এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা-দুই দেহ, দিব যে বেতন ॥" ১৬৬ ॥

পুরীর কথামত সেবকগণের সহর্ষে চন্দন-লেপন ঃ—

এই মত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥ ১৬৭ ॥

সমগ্র গ্রীষ্মকালে চন্দন-শেষ পর্য্যন্ত পুরীর রেমুণায় অবস্থান ঃ—

প্রত্যহ চন্দন পরায়, যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥ ১৬৮ ॥

পুরীর নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥ ১৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৩। ঘাটী—ঘাটওয়াল, যাহারা পথের শুল্ক আদায় করে। দানী—যাহারা পারের পয়সা লয়। সেই সকলকে ছাড়াইবার জন্য অর্থাৎ তাহাদিগকে পয়সা না দিয়া যাইবার জন্য, রাজপাত্র-দ্বারা রাজলেখা অর্থাৎ পরওয়ানা পুরীগোঁসাইর হস্তে দেওয়া হইল।

১৬৬। এই দুই—পুরীর সহিত যাঁহারা আসিয়াছেন।

অনুভাষ্য

হইবার উদ্দেশ্যে পুরী হইতে পলাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, তথাপি গোপালের জন্য চন্দন-সংগ্রহরূপ সেবা তাঁহার বন্ধনের কারণরূপে প্রতিষ্ঠাসঙ্কুল-নীলাচলে অবস্থিতি ঘটাইল।

১৫২। সম্বল—পথব্যয়।

১৫৯-১৬০। গোপাল না পরিয়া গোপীনাথের চন্দন পরিবার তাৎপর্য্য এই যে,—গোপালের ভূমি বৃন্দাবন—রেমুণা হইতে বহু-যোজন দূরবর্ত্তী ; বিশেষতঃ তথায় যাইতে বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছগণের দ্বারা শাসিত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় ; তাহাতে বহু বাধা-বিঘ্ন, সুতরাং প্রিয়তম-ভক্তশ্রেষ্ঠ পুরী গোস্বামীর কষ্ট হইবে জানিয়া ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ গোপাল তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গেই চন্দন লেপিবার জন্য বলিয়া দিয়া ভক্তের শ্রম সফল ও লাঘব করিলেন। পরবর্ত্তী ১৭৬-১৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৪। স্বতন্ত্র—স্বেচ্ছাময়।

১৬৯। চাতুর্ম্মাস্য—আষাঢ়শুক্লপক্ষে শয়ন-একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক-শুক্লপক্ষে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস-চতুষ্টয় ; অথবা আষাঢ়ী-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস-চতুষ্টয় ; অথবা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাস-চতুষ্টয় কাল—চাতুর্ম্মাস্য-বর্ষাকাল। এই চারিমাস কালব্যাপি-ব্রত—চারিআশ্রমের সকলেরই পাল্য। উদ্দেশ্য,—সর্ব্বভোগ-ত্যাগ। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাজ্য। জড়-ভোগযোগ্য-বিষয়-ত্যাগই এই চাতুর্ম্মাস্যের শিক্ষা-তাৎপর্য্য।

প্রভুর পুরীচরিত্র বর্ণন করিয়া আনন্দ ঃ—

শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত-চরিত ।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥ ১৭০ ॥

নিতাইকে প্রভুর পুরীর প্রেম-মহিমা-কথন ঃ—

প্রভু কহে,—"নিত্যানন্দ, করহ বিচার ।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥ ১৭১ ॥
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল ।
তিনবারে স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥ ১৭২ ॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইল ।
সেবা অঙ্গীকার করি' জগত তারিল ॥ ১৭৩ ॥
যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি' ॥ ১৭৪ ॥
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল ।
আনন্দে পুরী-গোসাঞির প্রেম উথলিল ॥ ১৭৫ ॥

গোপালের পরিবর্ত্তে গোপীনাথের চন্দন পরিবার তাৎপর্য্য ঃ—

ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল ।
পুরী দুঃখ পাবে, ইহা জানিয়া গোপাল ॥ ১৭৬ ॥
মহা-দয়াময় প্রভু—ভকতবৎসল ।
চন্দন পরি' ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ ১৭৭ ॥

পুরীর প্রেম ও চরিত্র-মাহাত্ম্য ঃ—

পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার ।
অলৌকিক প্রেমে চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ ১৭৮ ॥

পরম-বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন ।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গ-হীন ॥ ১৭৯ ॥

সেব্যের আজ্ঞাপালনে নিঃসম্বল পুরীর অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ঃ—

হেন-জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা ।
সহস্র ক্রোশ আসি' বুলে চন্দন মাগিঞা ॥ ১৮০ ॥
ভোকে রহে, তবু অন্ন মাগিঞা না খায় ।
হেন-জন চন্দন-ভার বহি' লঞা যায় ॥ ১৮১ ॥

নিজের বহু দুঃখসত্ত্বেও প্রভুর সেবাতেই পুরীর আনন্দ ঃ—

'মণেক চন্দন, তোলা-বিশেক কর্পূর ।
গোপালে পরাইব',—এই আনন্দ প্রচুর ॥ ১৮২ ॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিঞা ।
তাঁহা এড়াইল রাজপত্র দেখাঞা ॥ ১৮৩ ॥
ম্লেচ্ছদেশে দূর পথ, জগাতি অপার ।
কেমতে চন্দন নিব—নাহি এ বিচার ॥ ১৮৪ ॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে ।
তথাপি উৎসাহ বড়, চন্দন লঞা যাইতে ॥ ১৮৫ ॥

কৃষ্ণপ্রেমিকের লক্ষণ ঃ—

প্রগাঢ়-প্রেমের এই স্বভাব-আচার ।
নিজ-দুঃখ-বিঘ্নাদির না করে বিচার ॥ ১৮৬ ॥

কৃষ্ণের স্বভক্ত-মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ঃ—

এই তার গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে ।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ ১৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৬-১৭৭। ম্লেচ্ছদেশে—মেদিনীপুর-জেলার অনেকাংশ পর্য্যন্ত উৎকল-রাজাদিগের রাজ্য ছিল ; তাহা হিন্দু-রাজার দেশ। তাহার পর প্রায় সমস্ত দেশই ম্লেচ্ছ-রাজার অধীন। স্থানে স্থানে ম্লেচ্ছরাজের চরসকল পথিকগণের সহিত ভালদ্রব্য থাকিলে কাড়িয়া লইত। গৌড়দেশে ঐ কর্পূর-চন্দন দুর্ল্লভ। ঐরূপ জঞ্জাল ঘটিবে, এই আশঙ্কায় পুরীগোঁসাই বৃন্দাবন-পর্য্যন্ত যাইতে অনেক কষ্ট মনে করিবেন, সেই কষ্ট দূর করিবার জন্য রেমুণাস্থ শ্রীগোপীনাথকে চন্দন অর্পণ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন।

১৮১। ভোকে রহে—ক্ষুধিত থাকে।

১৮৪। জগাতি—জগাইত, যাহারা প্রহরীচ্ছলে পথে জাগিয়া থাকে।

১৮৫। বট—কড়ি, কপর্দ্দক।

অনুভাষ্য

১৭৮। কৃষ্ণবিরহ বা চিদ্‌বিপ্রলম্ভই জীবের একমাত্র সাধন। জড়বিরহোত্থ নির্ব্বেদ জড়েরই আসক্তি প্রকাশ করে ; কিন্তু কৃষ্ণবিরহোত্থ নির্ব্বেদ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অনুভাষ্য

এস্থলে মূল-মহাজন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অপূর্ব্ব কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কৃষ্ণসেবার্থী জীবের একমাত্র আদর্শ ও বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয়—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় অন্তরঙ্গ শক্তিগণ পরে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

১৭৯। গ্রাম্যবার্ত্তা—স্ত্রী-পুরুষঘটিত কথা, গ্রামসম্বন্ধীয় সকল কথা ; গ্রাম—ভাঃ ১১।২৫।২৫ শ্লোকে—"গ্রামো রাজস উচ্যতে" ; ঐ ২৮ ও ২৯ শ্লোকে—"রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্", "বিষয়োত্থস্তু রাজসম্"—নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বা বিষয়ভোগজনিত অর্থাৎ প্রাকৃত কামোদ্দীপক ব্যাপারমাত্রই রাজস বা গ্রাম্য।

১৮৩। রাখে—আটক করিয়াছিল।

১৮৬। গাঢ়প্রেমিকগণের নৈসর্গিক আচরণে ইহাই দেখা যায় যে, নিজকামনা-পরিতৃপ্তির বিপরীত ভাব দুঃখ-বিঘ্নাদি তাঁহাদের প্রতিবন্ধক হয় না ; পরন্তু শতসহস্র বিঘ্ন ও নিরন্তর দুঃখের মধ্যেই তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় প্রীতির পরিচয়ই দিয়া থাকেন। এই জড়জগতের বদ্ধানুভূতি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র বিবেচনায়, "তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ" এই

বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল ।
আনন্দ বাড়িল মনে, দুঃখ না গণিল ॥ ১৮৮ ॥

ভক্তকে পরীক্ষা ও ভক্তের পরীক্ষোত্তরণ ঃ—

পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান ।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥ ১৮৯ ॥

ভক্ত ও ভগবান্—পরস্পরের অলৌকিকী রতি ঃ—

এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার ।
বুঝিতেও আমা-সবার নাহি অধিকার ॥" ১৯০ ॥

প্রভুর পুরী-কৃত অতুল মহিমান্বিত শ্লোক-পাঠ বর্ণন ঃ—

এত বলি' পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক ।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক ॥ ১৯১ ॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার ।
গন্ধ বাড়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ ১৯২ ॥
রত্নগণ-মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি ।
রসকাব্য-মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ ১৯৩ ॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী ।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥ ১৯৪ ॥

শ্রীরাধা, মাধবেন্দ্র ও গৌর—তিনেরই আস্বাদন-যোগ্যতা ঃ—

কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন ।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥ ১৯৫ ॥
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে ।
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥ ১৯৬ ॥

পদ্যাবলীতে চতুঃশতাঙ্কধৃত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদবাক্য—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥১৯৭॥

প্রভুর মূর্চ্ছা ও বিপ্রলম্ভ-ভাবোন্মাদ ঃ—

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে ।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িল ভূমিতে ॥ ১৯৮ ॥
আস্তে ব্যস্তে কোলে করি' নিল নিত্যানন্দ ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ ১৯৯ ॥
প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি' ইতি-উতি ধায় ।
হুঙ্কার করয়ে, হাসে, কান্দে, নাচে, গায় ॥ ২০০ ॥
'অয়ি দীন', 'অয়ি দীন' বলে বারবার ।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ২০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৫। চৌঠজন—চতুর্থজন ; অর্থাৎ রাধাঠাকুরাণী, মাধবেন্দ্র-পুরী ও মহাপ্রভু,—এই তিনজনেই এই শ্লোকের আস্বাদন করিয়াছেন ; অন্য চতুর্থব্যক্তি ইহা আস্বাদনের যোগ্য ছিলেন না।

১৯৭। ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত! আমি এখন কি করিব?

তাৎপর্য্য,—শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণবসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু লক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্ব শ্লোক-রচনাদ্বারা শৃঙ্গার-রসময়ীভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, মথুরারাজ্যপ্রাপ্ত-শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে 'দীনদয়ার্দ্রনাথকে' এই-ভাবে ডাকিবেন। **জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।** কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—"হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল ; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।" শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব-দর্শনে যে ভাববৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, শৃঙ্গার-রসতরুর মূল—মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী—তাহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাহার মূলস্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাহার শাখাপ্রশাখা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ভাগবতীয় শ্লোকের অবতারণা। ভগবানের গাঢ়প্রণয়িজন বাহ্য-জগতের কোন অভাব, বিঘ্ন ও দুঃখাদি গণনা করেন না। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ।।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর "আশ্লিষ্য বা পাদরতাম্" বচনে এই চরম শিক্ষাই আমরা লক্ষ্য করি।

১৯৭। অয়ি (শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিন্যাঃ স্বরমণং প্রতি মধুর-সম্বোধনং) হে দীনদয়ার্দ্র (দীনানাং কৃষ্ণবিরহকাতরানাং গোপী-নাং স্বজনানাং সম্বন্ধে যা দয়া, তাসাং বিপ্রলম্ভাপনোদিনী সাক্ষাদ্-রূপগুণলীলা-স্ফূর্ত্তিবিধায়িনী কৃপা, তয়া আর্দ্র, সরসহৃদয়,—

কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য ।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ২০২ ॥
এই শ্লোকে উঘাড়িলা প্রেমের কপাট ।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ ২০৩ ॥

প্রভুর বাহ্যদশা ও গোপীনাথের ভোগারতি ঃ—

লোকের সংঘট্ট দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ।
ঠাকুরের ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥ ২০৪ ॥

পূজারীর প্রভু-নিকট ১২টী পাত্রে ক্ষীর-আনয়ন ঃ—

ঠাকুরে শয়ন করাঞা পূজারী হৈল বাহির ।
প্রভুর আগে আনি' দিল প্রসাদ বার ক্ষীর ॥ ২০৫ ॥

ক্ষীর-দর্শনে প্রভুর আনন্দ এবং পাঁচটী গ্রহণ ও সাতটী প্রত্যর্পণ ঃ—

ক্ষীর দেখি' মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল ।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥ ২০৬ ॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল ।
পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল ॥ ২০৭ ॥
গোপীনাথ-রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন ।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২০৮ ॥

প্রাতে তথা হইতে পুরী-পথে যাত্রা ঃ—

নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইলা ।
মঙ্গল-আরতি দেখি' প্রভাতে চলিলা ॥ ২০৯ ॥

এই আখ্যানে প্রভুর ও তদীয় ভক্তের অপূর্ব্ব প্রীতি ও গুণ-মাহাত্ম্য ঃ—

এই ত' আখ্যানে কহিলা দোঁহার মহিমা ।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য, আর ভক্তপ্রেম-সীমা ॥ ২১০ ॥
ভক্ত-সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন ।
গোপাল-গোপীনাথ-পুরীগোসাঞির গুণ ॥ ২১১ ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ ২১২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

উৎকটবিরহ-তাপার্ত্ত-গোপীকৃপাপরকোমলচিত্ত) হে নাথ (মাদৃশ-গোপীজনৈকবল্লভ) হে মথুরানাথ (মাথুরজনেশ্বর, চেৎ গোপী-জনবল্লভাভিমানস্তব বর্ত্ততে, তদা অস্মান্ গোপীঃ বিস্মৃত্য কথম্ ঐশ্বর্য্যবাসনয়া মাথুর-সাধারণী-কান্তামোদার্থং তত্রাবস্থিতিঃ, অতঃ, গোপীকৃপারহিতকঠিনহৃদয়) কদা ত্বং [বিরহকাতরয়া গোপ্যা তদ্ভাবাশ্রিতয়া ময়া] অবলোক্যসে? হে দয়িত (হে প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তম) ত্বদলোককাতরং হৃদয়ং (তব দর্শনায় কাতরং ব্যাকুলং উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদিময়ং গোপীজনহৃদয়ং) ভ্রাম্যতি (উন্মদয়তি) কিং করোমি, [তৎ কথয়]।

২০২। জাড্য—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ)—"জাড্যম-প্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ। বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থা পরাপি চ।।" অর্থাৎ ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন ও বিরহাদিদ্বারা যে বিচারশূন্যতা, তাহাকে 'জাড্য' বলে। ইহা মোহের পূর্ব্ব ও পর অবস্থা।

২০৩। প্রেমনাট—প্রেমবশে নৃত্য।

২০৫। বার—দ্বাদশটী পাত্রপূর্ণ।

২০৭। বাহুড়িয়া—অগ্রসর হইয়া ফিরাইয়া।

২০৮। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহরূপে ঐ ক্ষীরই পূর্ব্বে ভোজন করিয়াছিলেন, তথাপি লোকশিক্ষকরূপে তিনি কৃষ্ণভজন প্রদর্শন করিবার জন্য ক্ষীর-মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

২০৯। গোঙাইল—যাপন করিলেন।

২১০। প্রভু ও ভক্তের, উভয়েরই পরস্পরের প্রতি প্রেম অতুলনীয়।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

卐 卐